তারিখ ... 07 SEP 2018 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম আলো

হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে সব স্কুলে চলছে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সুরাইয়া হত্যা

কেউ লিখেছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা। কেউ নিরাপদে চলার অধিকার নিয়ে। কেউ কেউ তনুর নামও লিখেছে। রিসা হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে গণস্বাক্ষর অভিযানে অংশ নেওয়া বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের লেখায় এসব উঠে এসেছে। পুরান ঢাকা মঞ্চ ও ঢাকা ইয়ুথ ক্লাবের আয়োজনে গত সোমবার থেকে পুরান ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রিসা হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে গণস্বাক্ষর অভিযান চলছে।

গতকাল দুপুরে বেগম বদরুন্নেসা সরকারি কলেজে গিয়ে দেখা যায়, গেটের কাছে একটি ব্যানার টানানো। সেখানে শিক্ষার্থীরা রিসার হত্যাকারীর দ্রুত বিচারের দাবিতে নানান কিছু লিখছে।

স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌসও অংশ নিয়েছেন এ অভিযানে। তিনি বললেন, 'এমন শাস্তি হওয়া উচিত যাতে পরবর্তী সময়ে আর কেউ এসব করার সাহস না করে।'

সবার লেখাতেই একই কথা 'রিসা হত্যার বিচার চাই'। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, সঠিক বিচার না হলে সমাজে এসব বাড়তেই থাকবে। নিরাপদে বাসায় ফেরা নিয়েই শঙ্কা তৈরি হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী নাইমা খাতুন বলেন, 'বাইরে বের হলে বাসায় না ফেরা পর্যন্ত আব্বু-আম্মু ফোন দিতে থাকেন। না ফেরা পর্যন্ত ওনারাও স্বস্তি পান না, আমরাও ভয়ে থাকি ঠিকঠাক পৌঁছাতে পারব তো?'

এ গণস্বাক্ষর অভিযানে আগের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। ব্যানারের মাঝখানে লেখা 'তনু হত্যার বিচার চাই'।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আসমাউল হাসনাও লিখেছে, 'রিসা হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই'। আসমাউল বলে, 'কোনো অপরাধেরই তো বিচার হচ্ছে না। কিছুদিন হইচই হয়ে থেমে যায়। কিন্তু আমরা চাই রিসার হত্যাকারীর বিচার যেন দ্রুতই হয়, তাহলে কেউ এসব করার আগে ভয় পাবে।'

পুরান ঢাকা মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা ইয়ুথ ক্লাবের সচিব সোহাগ মহাজন গণস্বাক্ষর অভিযানটি তত্ত্বাবধান করছেন। তিনি বলেন, 'রিসা আমাদের পুরান ঢাকার মেয়ে। ওর হত্যাকারীও হত্যার কথা স্বীকার করেছে। এখন চার্জশিট দেওয়ার পরে যেন দ্রুত বিচার হয়।' এ ছাড়া তিনি বলেন, রিসাকে প্রথমে যে হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখানেও চিকিৎসার অবহেলা ছিল। তিনি অবহেলাকারীদেরও শাস্তি দাবি করেন।